আবিষ্কার গাইড - ২৫

ঈশ্বর কি ন্যায় পরায়ণ ?

মহনগরের খবর , এক বালক নিজের বাড়ির বারান্দায় বসে পড়াশোনর সময় এক দল দুষ্কৃতীর বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যায় ।

উপনগরীর জনৈকা মা হঠাৎ জানতে পারেন তার শিশুটি রক্ত পরিবহনের মাধ্যমে এইডস্ রোগে আক্রান্ত হয়েছে । এই নিদারুণ ঘটনা জগতে বারংবার সংঘটিত হয়ে চলেছে । আর আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ এর উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছি ।

মৃত্যু ও যাতনা জর্জরিত জগতে ঈশ্বরের কি ভূমিকা ? গীত সংহিতাক নিশ্চয়তা দিয়েছেন , ‘‘পৃথিবী সদাপ্রভুর দয়াতে পরিপূর্ণ ’’ (গীত ৩৩:৫) কিন্তু একথা সত্য হলে, কেন তিনি দুঃখ - ব্যাথা এবং শোক - সন্তাপের করুণ কাহিনীর অবসান করছে না ? প্রকাশিত বাক্যের ২০ অধ্যায়ে আমরা স্পষ্ট বিবরণ পাই কিভাবে এবং কখন ঈশ্বর পাপ এবং যন্ত্রণা চিরতরে নির্মূল করবেন ।

১। হাজার বছরের রহস্য উদঘাটন

প্রকাশিত বাক্য ২০ অধ্যায় , খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের পরবর্তী ১০০০ বছরের রহস্য উন্মোচন করেছে । বিশ্ব ভূমন্ডলে পাপ প্রবেশের পর থেকে খ্রীষ্ট এবং শয়তানের মধ্যে চলমান মহারণের শেষ পর্ব সূচিত হবে এই বর্ষহস্রের মাধ্যমে ।

এই কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছিল খ্রীষ্টের প্রতি লুসিফারের ঈর্ষার মাধ্যমে, নিষ্কলুষ দূতদের সঙ্গে তার মহারণের ফল স্বরূপ তাকে তার অনুগামী সহ পৃথিবীতে পালিয়ে আসতে হয় । সে হয় স্বর্গভ্রষ্ট।

এই নাটক এদন উদ্যান থেকে খ্রীষ্ট ক্রশারোপিত হওয়া পর্যন্ত একনাগাড়ে চলতে থাকে (এই কাহিনী আপনি ৩নং গাইডে পেতে পারেন) । এই নাটকের শেষ দৃশ্য ১০০০ বছর পরে পৃথিবী খ্রীষ্টের শাসনে শুচীকরণের সময় সংঘটিত হবে । প্রকাশিত ২০ অধ্যায় আমাদের দেখায় যে এই ১০০০ বছর কাল দুটি পুনরুত্থানের মধ্যবর্তীকাল ।

১০০০ বছরের শুরুতে , প্রথম পুনরুত্থানের সময় ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে কাদের উত্থাপন করবেন ?

‘‘ যে কেহ এই প্রথম পুনরুত্থানের অংশী হয় , সে ধন্য ও পবিত্র; তাহাদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন কর্তৃত্ব নাই ; কিম্বা তাহারা ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের যাজক হইবে এবং সেই সহস্র বৎসর তাঁহার সঙ্গে রাজত্ব করিবে ।’’ -- প্রকাশত ২০:৬

যীশুকে যারা ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করে ‘‘ধন্য ও পবিত্র ’’ হয়েছে তারাই ‘‘প্রথম পুনরুত্থানে ’’ উত্থিত হবেন। খ্রীষ্টের সঙ্গে রাজত্ব করবেন বলে ধার্মিকদের ১০০০ বছরের শুরুতেই পুনরুত্থিত করা হবে ।

বর্ষসহস্রের শেষে দ্বিতীয় পুনরুত্থানে কারা উত্থাপিত হবে ?

‘‘ যে পর্য্যন্ত সেই সহস্র বৎসর সমাপ্ত না হইল, সে পর্য্যন্ত অবশিষ্ট মৃতেরা জীবিত হইল না ’’ -- প্রকাশিত ২০ঃ ৫

সুতরাং ১০০০ বৎসর কাল চিহ্নিত হয়েছে দুটি পুনরুত্থানের মাধ্যমে ঃ সূচনাকালে ধার্মিকদের এবং অন্তিমে দুষ্টদের পুনরুত্থান ।

২। খ্রীষ্টের আগমনে পুনরুত্থিত

প্রথম পুনরুত্থান অর্থাৎ ধার্মিকদের পুনরুত্থান খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সঙ্গে ঘটবে ।

‘‘ কারণ প্রভু স্বয়ং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন , আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে , তাহারা প্রথমে উঠিবে। পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি , যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত একসঙ্গে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব ’’। -- ১ থিষল ৪ ঃ ১৬,১৭

সুতরাং যীশু তাঁর দ্বিতীয় আগমনে ‘‘খ্রীষ্টে মৃতদের ’’ উত্থাপিত করে জিবীত ধার্মিকদের সঙ্গে তাদের স্বর্গে নিয়ে যাবেন । কিন্তু দুষ্টগণ পাপে লিপ্ত থাকায় তারা ঈশ্বরের জ্যোতি সহ্য করতে না পেরে বিনষ্ট হয়ে যাবে (লুক ১৭:২৬-৩০) ।

৩। শয়তান পৃথিবীতে হাজার বছর বন্দী থাকবে

১০০০ বছরের শুরুতে , ধার্মিকগণ সকলেই স্বর্গে চলে যাবেন এবং দুষ্টগণ সকলেই মৃত অবস্থায় থাকবে । তাহলে তৎকালে এই পৃথিবীর অবস্থা কি রকম হবে?

‘‘ পরে আমি স্বর্গ হইতে এক দূতকে নামিয়া আসিতে দেখিলাম , তাঁহার হস্তে অগাধলোকের চাবি এবং বড় এক শৃঙ্খল ছিল । তিনি সেই নাগকে ধরিলেন: এ সেই পুরাতন সর্প, এ দিয়াবল শয়তান তিনি তাহাকে সহস্র বৎসর বদ্ধ রাখিলেন আর তাহাকে অগাধলোকের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সেই স্থানের মুখ বদ্ধ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলেন ; যেন ঐ সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ না হইলে সেই জাতি -বৃন্দকে আর ভ্রান্ত করিতে না পারে ।’’ -- প্রকাশিত ২০ ঃ১ - ৩

অগাধলোক গ্রীক শব্দ ‘‘অথঁড়ড় ’’ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ খুব গভীর বা অন্তহীন । আদি পুস্তকের ১ঃ১ পদে এই শব্দটি অনুন্নত পৃথিবীর সৃষ্টির পূর্ববর্তী অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন । সুতরাং শয়তানকে বন্দীর সময় পৃথিবীর অগাধলোকে পরিণত হয় ।

শ্রাস্ত্রমতে শয়তান শৃঙ্খলে বন্দী মানে বাস্তব শৃঙ্খলে নয় , পারিপার্শ্বিকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ । এখানে শৃঙ্খল প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে । এই হাজার বছর ধার্মিকগণ স্বর্গে থাকায় শয়তান তাদের প্রতারিত করার সুযোগ পাবে না , আর দুষ্টগণ মৃত থাকায় তাদের ও সে পরিচালিত করতে পারবে না । শূন্য জগতে, নিজের সাধিত ব্যাথা - যন্ত্রনার কথা ভাবতে ভাবতে সে একা একা ঘুরে বেড়াবে।

৪। ধার্মিকগণ দুষ্টদের বিচার করেন

হাজার বছর কাল অবশ্য একপ্রকার বিচারকাল । কিন্ত বিচারের চারটি স্তর রয়েছে :
(১) খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের পূর্ববর্তী ধার্মিকদের বিচার ।
(২) দ্বিতীয় আগমনে ধার্মিকদের পুরস্কার প্রদান ।
(৩) ১০০০ বছরের মধ্যে দুষ্টগণের বিচার ।
(৪) ঐ সময়ের শেষে দুষ্টদের তাদের নেতা শয়তানের সঙ্গ পুরস্কার প্রাপ্তি ।

সহস্র বৎসরকাল ধার্মিকগণ স্বর্গে কি করবেন ?

“ তোমরা কি জান না যে, পবিত্রগণ জগতের বিচার করিবেন ? তোমরা কি জান না যে, আমরা দূতগণের বিচার করিব ”। প্রকা -- ২০ঃ৮

১০০০ বছরের মধ্যে ধার্মিকেরা শয়তান, পতিত দূতগণ, এবং দুষ্টগণের বিচারফল পর্যালোচনা করবেন । বিজয়ী , শহিদ , সুসমাচারের কারণে ক্ষত বিক্ষতদের পক্ষে এই বিচার অথশগ্রহণ করা কতই না সান্তনা ।

ঈশ্বর পরম করুণাবশত ধার্মিকদের দিয়েছেন পাপীদের বিচার মূল্যয়নের অপূর্ব সুযোগ । আমাদের এমন অনেক প্রশ্নের সন্মুখীন হতে হবে : “ আমার মাসীতো , ধার্মিক ছিলেন , কিন্তু তিনি এখানে নাই কেন আমরা যখন” পুস্তক - সমূহে লিখিত প্রমাণে আপন আপন কার্যানুসারে” পাপীদের দন্ড পর্যবেক্ষণ করব (১২ পদ) আমরা দেখতে পাব যে, মানুষের সঙ্গে সর্বপ্রকার আচরণে ঈশ্বরের ন্যায় পরায়ণতা অতুলনীয় । আমরা দেখতে পাব পবিত্র আত্মা কি ভাবে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসার জন্য মানুষকে সুযোগের পর সুযোগ করে দিয়েছেন এবং ঈশ্বর কিভাবে সুবিচার সাধন করেছেন ।

৫। হাজার বছর শেষে শয়তান শৃঙ্খলমুক্ত

১০০০ বছরের শেষে , বাইবেল ঘোষণা করে :

“ আমি দেখিলাম , “পবিত্র নগরী , নূতন যিরূশালেম , স্বর্গ হইতে, ঈশ্বরের নিকট হইতে, নামিয়া আসিতেছে ; সে আপন বরের নিমিত্ত বিভূষিতা কন্যার ন্যায় প্রস্তুত হইয়াছিল ” -- প্রকাশিত ২১ঃ২

এই মনোরম নগরী হল আমাদের হাজার বছরের বাসভবন। এখন এই পবিত্র নগরী - খ্রীষ্ট এবং মুক্তিপ্রাপ্তদের ভিতরে নিয়ে স্বর্গ থেকে ধরাধামে অবতরণ করে ।

হাজার বছরের শেষে শয়তান কি করে ?

“ সেই সহস্র বৎসর সমাপ্ত হইলে শয়তানকে তাহার কারা হইতে মুক্ত করা যাইবে । তাহাতে সে পৃথিবীর চারি কোণে স্থিত জাতিগণকে ভ্রান্ত করিয়া যুদ্ধে একত্র করিবার জন্য বাহির হইবে ; তাহাদের সংখ্যা সমুদ্রের বালুকার তুল্য । তাহারা পৃথিবীর বিস্তার দিয়া আসিয়া পবিত্রগনের শিবির এবং প্রিয় নগরটি ঘেরিল। প্রকাশিত। ” -- ২০ : ৭ - ৯

১০০০ বছরের শেষে দ্বিতীয় পুনরুত্থানে দুষ্টগণ (৫ পদ) পুনরুত্থিত হয় । শয়তান পুনরায় দুষ্টদের পরিচালনার সুযোগ পেয়ে ধার্মিকদের আক্রমণের লক্ষ্যে উদ্দীপিত হয়। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে, বিশাল দুষ্ট জনতাকে একত্র করতে তৎপর হয়। সে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে নগড় আক্রমণ করতে ব্যাস্ত হয়ে ওঠে । আর নতুন যিরূশালেম ঘেরাও করার সঙ্গে সঙ্গেই আদের উপর অগ্নি নেমে তাদের অনন্তকালীন বিনাশ সাধন করে ।

৬। মহাবিচারের দৃশ্য

এখানে , এই প্রথমবার , সমুদয় মানবজাতি পরস্পর মুখোমুখি হবে। নগরের অভ্যন্তরে স্থিত উদ্ধারপ্রাপ্ত সন্তানচের যীশু পরিচালনা করবেন আর নগরের বহিস্থ দুষ্টেদর শয়তান নেতৃত্ব দেবে। এই চরম মুহূর্তে ঈশ্বর দুষ্টদের মহাবিচার নিষ্পন্ন করবেন ।

‘‘ পরে আমি একো বৃহৎ শ্বেতবর্ণ সিংহাসন ও যিনি তাহার উপরে বসিয়া আছেন তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম । আর আমি দেখিলাম , ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত মৃত লোক সেই সিংহাসনের সন্মুখে দাঁড়াইয়া আছে , এবং মৃতেরা পুস্তক সমূহে লিখিত প্রমাণে আপন আপন কার্য্যানুসারে বিচারিত হইল।’’ -- প্রকাশিত ২০ঃ১১,১২

বিচার সিংহাসনের সামনে দুষ্টগণ দাঁড়ালে, তাদের সমগ্র জীবন তাদের সঙ্গে পরিস্ফূট হয়ে গেল । স্বর্গে রক্ষিত নথিপত্র থেকে পরম ধার্মিক যীশু সমগ্র নরনারী এবং দূতগণের জীবনবৃতান্ত প্রকাশ করে দেবেন ।

সারা বিশ্ব পরম বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে । ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে দাঁড়িয়ে যীশু প্রত্যেকের জন্য তাঁর মুক্তিদায়ী কার্যকলাপের বিবরণ দেবেন। তিনি জানাবেন যে তিনি পতিতদের অন্বেষণ করে তাদের উদ্ধারের জন্য জগতে আগমন করেছিলেন । মানবরূপে জগতে এসে তিনি নিষ্পাপ জীবন যাপন করেছিলেন । সংগ্রাম এবং পরীক্ষার মুখে তিনি সুস্থির ছিলেন , ক্রুশে চরম বলিদান দিয়েছিলেন , এবং আমাদের মহাযাজকরূপে স্বর্গে পরিচর্যা করেছিলেন । অবশেষে যখম খ্রীষ্ট দুঃখের সঙ্গে তাঁর অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যানকারীদের বিনাশদন্ড ঘোষনা করবেন, বিশ্বভূমন্ডলের সকল প্রাণীই একবাক্যে এই দিব্য বিচারের ন্যয্যতা স্বীকার করবেন।

‘‘আমরা সকলেইত ঈশ্বরের বিচারাসনের সন্মুখে দাঁড়াইব । কেননা লিখিত আছে, প্রভু কহিতেছেন , আমার জীবনের দিব্য , আমার কাছে প্রত্যেকে জানু পাতিত হইবে, এবং প্রত্যেক জিহ্বা ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করিবে।’’ -- রোমীয় ১৪ঃ১০-১১

‘‘যীশু খ্রীষ্ট আপনাকে অবনত করিলেন, মৃত্যু পর্যন্ত , এমন কি ক্রুশীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন । যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্য পাতালনিবাসীদের সমুদয় জানু পতিত হয় এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু এইরূপে পিতা ঈশ্বরের যেন মহিমান্বিত হন ।’’ -- ফিলিপীয় ২ : ৫ - ১১

পাপের সূচনাকাল থেকেই শয়তান ঈশ্বরের চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের জন্য তাঁকে অন্যায় পরায়ণ আখ্যা দিয়েছে । কিন্তু এখন সমূহ প্রশ্নের উত্তর মিলে যাবে, সমূহ বিভ্রান্তের অবসান ঘটবে । এখন সমুদয় প্রাণী একবাক্যে স্বীকার করবে , যীশু - ঈশ্বরের মেষশাবক , আমাদের প্রেম এবং উপাসনার যোগ্য । এখন ঈশ্বরের সমস্ত পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে , ঈশ্বরের নির্দোষ স্বভাব সর্বসমক্ষে প্রকাশ হয়ে যাবে ।

শুধু ত্রাণপ্রাপ্তগণ নয়, এমন কি মন্দ দূতগণ এবং স্বয়ং শয়তান পর্য্যন্ত স্বীকার করবে যে শয়তানের পথ ভ্রান্ত এবং ঈশ্বরের পথ্য ন্যায্য ও সত্য । সুতরাং এই স্বার্থ পরতার অবসান হওয়া আবশ্যক ।

৭। পাপের শেষ পনিণতি

শয়তান এবং বিশাল দুষ্টবাহিনী ঈশ্বরের পথ সঠিক বলে স্বীকার করলেও তাদের হৃদয়ের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হবে না , তাদের চরিত্র মন্দই থেকে যাবে । অতঃপর বিচারের রায় ঘোষণা হলে দুষ্টগণ :

> ‘‘ পৃথিবীর বিস্তার দিয়া আসিয়া পবিত্রগণের শিবির এবং প্রিয় নগরটি ঘেরিল ; তখন স্বর্গ হতে অগ্নি পড়িয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল। আর ভ্রান্তিজনক দিয়াবল অগ্নি ও গন্ধকের হ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল। .. পরে মৃত্যু ও পাতাল অগ্নিহ্রদে দ্বিতীয় মৃত্যু । আর জীবন পুস্তকে যে কাহার ও নাম লিখিত পাওয়া গেল না , সে অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল ।’’ -- প্রকাশিত ২০ : ৯ - ১৫

মহাবিচারে অনন্ত ঈশ্বর পাপ এবং একগুঁয়ে পাপীদের বিনাশ করবেন। শয়তান এবং পতিত দুষ্টগন এই দ্বিতীয় মৃত্যু আস্বাদন করবে । এই অনন্ত মৃত্যুর থেকে জাগার কোন পথ নাই । স্বর্গীয় অগ্নি পাপের সমুদয় মালিন্য মুছে পৃথিবীকে পুড়িয়ে বিশুদ্ধ করে নেবে। অবশেষে ঈশ্বরের এই শুচীকৃত নব্য পৃথিবীতে আর কোনদিন পাপ মাথা তুলতে পারবে না । সৎ এবং অসতের যুদ্ধ, শয়তান এবং খ্রীষ্টের মহারণের চিরতরে অবসান হবে। নাটকের দৃশ্যে অনুগ্রহময় প্রভু যীশুর চিরশান্তির রাজত্ব স্থাপিত হবে ।

৮। পৃথিবীর শুচীকৃত এবং নতুন রূপ

অন্তিম শুচীকরণ প্রক্রিয়ার ভস্মস্তুপ থেকে ঈশ্বর সৃষ্টি করবেন এক নতুন জগৎ :

> ‘‘ পরে আমি এক নূতন আকাশ ও এক নূতন পৃথিবী দেখিলাম ; কেননা প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী লুপ্ত হইয়াছে ... । আমি দেখিলাম , পবিত্র নগরী নূতন যিরূশালেম , স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের নিকট হইতে নামিয়া আসিতেছে । দেখ, মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের আবাস ; তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন এবং তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে। এবং ঈশ্বরের আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন ও তাহাদের ঈশ্বর হইবেন। আর তিনি তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন ; এবং মৃত্যু আর হইবে না ; শোক বা আর্তনাদ বা ব্যথাও আর হইবে না ; কারণ প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল .....দেখ আমি সকল ই নূতন করিতেছি ।’’ -- প্রকাশিত ২১ ঃ ১ - ৫

মৌলিক রূপ ফিরে পেয়ে পৃথিবী মুক্তিপ্রাপ্তদের চিরন্তন আবাসভূমিতে পরিণত হবে। স্বার্থপরতা , ব্যাধি ও যন্ত্রণামুক্ত হয়ে মুক্ত জীব প্রানের আনন্দে যীশুর শ্রীচরণে উপবিষ্ট হয়ে তাঁর প্রেম , শিক্ষা এবং সাহচর্যের সহযোগিতা করবে অনন্ত কাল ধরে ।

ঐ দিন আপনি কোথায় থাকার পরিকল্পনা করেছেন ? চিরকাল নগরের মধ্যে যীশুর সান্নিধ্যে , না নগরের বাইরে খ্রীষ্টবিহীন অনন্ত বিনাশের অপেক্ষায় ?

এখনও যদি নিজের জীবনকে খ্রীষ্টের হাতে সমর্পণ করে না থাকেন , তহলে আজই আপনার হৃদয় দিয়ে প্রভুকে আহ্বান করুন ।

তাঁর পরম করুণা এবং ভালোবাসা দিয়ে তিনি আপনাকে ভরিয়ে তুলবেন । এটি আপনার বিরাট এক সুযোগ। আজই আপনার পরিত্রানের দিবস ।